

৬৫

বিশ্বব্যাংক আগামী পাঁচ থেকে দশ বছরে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে আরো দ্রুতগতিতে চালিয়ে যাবার পর বিশ্বব্যাংক মনে করে বিনিয়োগের জন্যে বাংলাদেশকে আগামী ২০ বছরে থেকে ৬ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি করতে হবে। অভ্যন্তরীণ সংরক্ষণ প্রত্যর্থ থাকার জন্যেই নাকি বাইরের এই দরকার।

আর সেই অর্থ সংগ্রহের চ্যালেঞ্জ নিয়েই প্রয়োজন দ্রুত সংস্কার প্রক্রিয়া এ না হলে অর্থ সংগ্রহ করা নাকি কঠিন বিশ্বব্যাংকের প্রেসক্রিপশন ধরে ক'রে সংরক্ষণ-বিনিয়োগে ঘাটতি ট্র্যাপে আট দেশের জন্যে যে আকারে, যে বাইরের সম্পদ সংগ্রহের আবশ্যকতা উদ্ভূত। প্রশ্ন সেখানে নয়। প্রশ্ন বিশ্বব্যাংকের এই উপদেশ? আগামী ২০ ৬ হাজার কোটি ডলার সংগ্রহের সংস্কারের কাজ দ্রুত সম্পাদনের ব'লে বাংলাদেশে গোটা সংস্কার কর্মসূচি বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তাদের অজানা রকমে একথা বলছি না যে, বাইরে থেকে নীতিতে আমাদের সংস্কার প্রক্রিয়া

সংস্কার আমাদের প্রয়োজন। আর্থিক দিবস পালিত হয়েছে। ছবিতে (১) জনৈক মহিলা শিশুকে নিয়ে টিকা কেন্দ্রে যাচ্ছেন, (২) টিকা কেন্দ্রে পর্যায়ে সরকারি এবং বেসরকারী কেন্দ্রে বসে আছেন একজন স্বাস্থ্যসেবক, তার সামনে (চিহ্নিত) ৫ জনের লাঞ্চার জন্য দেয়া ২ প্যাকেট লোকবলের প্রশ্নই নয়, কাঠামোগত কেন্দ্রে টিকা খাওয়ানো হচ্ছে একটি শিশুকে

সংস্কার সমসস্যের দরকার। শুধু আজ কেন্দ্র থেকেই এই প্রক্রিয়া চালু রাখার দরকার সামাজিক এবং প্রশাসনিক কর্মসূচি ব্যাপক রাষ্ট্রীয় অপচয় হচ্ছে, যে দীর্ঘসূত্রতা কাজ করছে, দীর্ঘ উপনিবেশ প্রাপ্ত আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো জা আইন ও বিচার ব্যবস্থায় সমস্যা কাঠামো যে এর জন্য প্রধানত দায়ী করার উপায় নেই। বর্তমান প্রযুক্তি আরো বেশি করে উপলব্ধি হচ্ছে। ক প্রয়োজন। এবং তা হতে হবে আমান আমাদের জন্যে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের কিছুই চলে রাজনীতির হিসেব-নিয়ে রাজনীতি হলো ভোটের রাজনীতির রাজনীতি। আর্থ-সামাজিক মৌলিকত্ব একমত আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হলে কিনা সে প্রশ্নই এখন বড়। রাজন কাছের রাজনৈতিক শক্তিসমূহের ও দেশপ্রেম বারবারই পিছু হটে যাচ্ছে। হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যেই নতুন সত্তা জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়েও গা টুটি চেপে মারা হয়েছে এই দেশে হচ্ছে। মাঝখানে অর্থের শ্রদ্ধা কত কমিশন গঠন করে বছর দুতিন ধৈর্য্য সম্বলিত রিপোর্ট প্রকাশ করার ইচ্ছা মাত্র। যে কোন ক্ষেত্রে সংস্কার, পুরানোকে বদলিয়ে সব কিছুকে নতুন এ কাজ সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও আধুনিক



সন্ত্রাসী ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি ॥ ডিসি ও এসপি অফিস ঘেরাও করেছিল তালাবাসী

সাতক্ষীরা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা : তালা থানার বন্যার পানি নিষ্কাশনকে কেন্দ্র করে গত ১৩ই অক্টোবর সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে চার্জশিট, প্রেফতার, ৫২ জন নিরীহ গ্রামবাসীর নামে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারসহ ৫ দফা দাবিতে হাজার হাজার এলাকাবাসী মঙ্গলবার সাতক্ষীরা ডিসি ও এসপি অফিস ঘেরাও করে।

গোয়ালপোতা ও বড়গাছার নৃশংস ঘটনার বিচার বাস্তবায়ন কমিটি আয়োজিত ঘেরাও এবং সমাবেশ শেষে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ৫ দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। সকাল থেকে গোয়ালপোতা ও বড়গাছার হাজার হাজার গ্রামবাসী বিক্ষোভ মিছিল সহকারে ডিসি ও এসপি অফিস ঘেরাও করে। ঘেরাও কর্মসূচি চলাকালে

সরকার, এডভোকেট মোস্তফা লুৎফুল্লাহ, অধ্যাপক সাবির হোসেন, প্রণব ঘোষ বাবলু, ওধাংগু শেখর সরকার, এডভোকেট খগেন্দ্র নাথ ঘোষ, স্বপন কুমার শীল, এডভোকেট রেজওয়ান উল্লাহ শরীফুল্লাহ কায়সার, মফিজুল হক জাহাঙ্গীর প্রমুখ।

বজরা ১৩ই অক্টোবরের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তসহ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে চার্জশিট প্রদান ও প্রেফতার, সন্ত্রাসীদের ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী ও গ্রামবাসীদের উপযুক্ত ক্ষতি পূরণ ও পুনর্বাসন, ৫২ জন নিরীহ গ্রামবাসীর নামে পুলিশ কর্তৃক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং গোয়ালপোতা, বড়গাছা খড়িয়াডাঙ্গা গ্রামের সংখ্যালঘু মানুষদের নিরাপত্তা প্রদানের দাবি জানান। তাদের দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর কর্মসূচি নেয়া হবে বলে বজরা ইশিয়ারি উচ্চারণ করেন। ডিসি আবদুল মতিন চৌধুরী